গাংনীতে ব্যাংকের এজেন্টকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট খাদেমুল ইসলামকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার নিহতের ভাই আরফান আলী বাদী হয়ে কয়েকজন অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম জানান, খাদেমুল ইসলামকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় তার ভাই বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং ৩০। তারিখ ২৭-০৮-২০২১ ইং। মামলাটি তদন্ত করা হচ্ছে তদন্তে এখন পর্যন্ত অগ্রগতি হয়েছে। হত্যাকান্ডের ঘটনায় জড়িতদের সনাক্ত পূর্বক দ্রত গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে আমঝুপি-গাড়াডোব সড়কের গাড়াডোব এলাকায় ছিনতাইকারীরা ছিনতাইয়ের চেষ্টা ব্যার্থ হয়ে গুলি করে খাদেমুল ইসলামকে হত্যা করে। খাদেমুল ইসলাম খুন হলেও তারে কাছে থাকা ব্যাগে ৪৬ লাখ টাকা অক্ষত থাকে।

ফলোআপ:: গাংনীতে শিশু আবির হত্যা ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাতে নিহত আবির হোসেনের মা রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদের নাম উল্লেখ করে আরো কয়েকজন অজ্ঞাতনামা আসামী করা হয়েছে। মামলার এজাহার নামীয় দু’জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের

পর হত্যার ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে নিহতের মা। মামলা নং ২৩ তাং ২৭.০৬.২০২১ ইং। মামলার এজাহার নামীয় দুজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মেহেরপুর আদালতে নেয়া হবে সেখানে তারা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেবেন। আসামীদের বয়স ১৪ ও ১৫ বছর হওয়ায় সম্ভবত তাদের সংশোধনাগারে রাখা হতে পারে। এদিকে নিহত শিশু আবিরের মরদেহ ময়না তদন্ত শেষে তার পিতার গ্রাম চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামে জানাজা শেষে দাফন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য : শনিবার বিকালে আবির হোসেনকে ডেকে নিয়ে যায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদ। সন্ধ্যায় আবিরের পিতা মালয়েশিয়া প্রবাসী আসাদুল হকের কাছে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে তারা। মুক্তিপণ না দেওয়ায় আবির হোসেনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন হামিম ও মুজাহিদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের কাছে হত্যার দায় স্বীকার করে লাশের সন্ধান দিলে রাত ১২ টায় মিনাপাড়া-মানিকদিয়া মাঠের একটি পাটক্ষেত থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

মেহেরপুর প্রেসের সম্পাদক জনিসহ ৭জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলা

মেহেরপুর প্রেস নামক অনলাইন নিউজ পোর্টালের সম্পাদক মিজানুর রহমান জনিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সদর থানায় চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের তবিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি বাদি হয়ে এ মামলা করেন। যার মামলার নম্বর ১৯। মামলার অপর আসামীরা হলেন- সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে মহাসিন, ওমর আলীর ছেলে মফিজুর রহমান, হযরত আলীর ছেলে ইসরাফিল হোসেন, খোকনের ছেলে লাল্টু, জিল্লুর রহমানের ছেলে আরিফুল এবং নসিমদ্দীনের ছেলে সাইদুর রহমান।

বাদির অভিযোগ, তিনি এক্সকাভেটর দিয়ে বিভিন্ন স্থানে মাটি কাটার ব্যবসা করেন। এ সূত্র ধরে মেহেপুর প্রেস সম্পাদক মিজানুর রহমান জনি কয়েকদিন যাবৎ তার কাছে চাাঁদা দাবি করে আসছিলেন। চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় মিজানুর রহমান জনি তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করে আসছে। যে কারণে তিনি চাঁদাবাজির অভিযাগ তুলে মিজানুর রহমান জনিসহ ৭জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলার করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মামলাটি রেকর্ড করার পর এসআই আবদুল্লাহকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে মামলার ১ নম্বর আসামি মিজানুর রহমান জনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, মাটি কেটে বিক্রি করার করার লাইভ প্রচার করার কারণে আমাকে ১ নম্বর আসামি করে মামলা করা হয়েছে। বাকি ৬ আসামিরা বাদির বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ছিলেন।